ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছেরর এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মুল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগর প্রকল্পের সংখা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%)	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা
১।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	০২ টি	০২ টি	০০টি	০০টি	০০টি	০০টি	০০%	০০	০০

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০২টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মোয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	১৮৭৪.০০	জুলাই,২০১২ হতে জুন, ২০১৭
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প	৯৯৩১.০৬	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭।

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের চাহিদা যাচাই না করা।	প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের চাহিদা যাচাই পূর্বক প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট অনুযায়ী কর্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সময় সম্পর্কে ধারণা না থাকা;	প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট অনুযায়ী কর্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সময় অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ নির্ধারণ করা এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা।
প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়;	প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।
ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করা;	প্রকল্পের সুষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
নিয়মিত অডিট সম্পন্ন না হওয়া;	আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রকল্পে আর্থিক কার্যাবলী নিয়মিত অডিট করা।
বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা;	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে।
প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডাটা বেইজ কের সংরক্ষণ করা;	প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডাটা বেইজ করে সংরক্ষণ করা যা পরবর্তিতে কাজে ব্যবহার করা যায় এবং ওভারল্যাপিং পরিহারে সহায়তা করে।
প্রকল্পের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা অভাব;	প্রকল্পের সকল কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরন শীর্ষক প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

(সমাপ্ত: জুন ২০১৭)

১.০	প্রকল্পের নাম	ঃ	মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।
২.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
৪.০	প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	সমগ্র বাংলাদেশ।
৫.০	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	ঃ	

মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১৮৭৪.০০	১৮৭৪.০০	

৬.০	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই,২০১২ হতে জুন, ২০১৭।
৭.০	সাধারণ পর্যবেক্ষণ	ঃ	

৭.১ পটভূমি ঃ

ইসলাম ধর্মে জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানচর্চাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের মসজিদগুলোতে যুগ যুগ ধরে জ্ঞানচর্চার তেমন কোন সুযোগ না থাকায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মসজিদ হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে "মসজিদ পঠাগার" অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের প্রায় ৮৭ ভাগ মানুষ মুসলিম এবং সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ৩ লক্ষ মসজিদ রয়েছে। এসব মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৮ সাল থেকে পাঠাগার স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট ইসলামী পুস্তকাদি সহজলভ্য করা এবং তাদের পাঠাভ্যাস ও ইসলামী জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক মসজিদ কেন্দ্রিক পাঠাগার স্থাপন কার্যক্রম গহণ করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিশেষত নব্যস্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের পাঠচর্চা অব্যাহত রাখার স্বার্থে মসজিদ পাঠাগার স্থাপন কার্যক্রম ১৯৭৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। ১৯৭৮ সালের জুলাই হতে জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত দেশের সর্বত্র সর্বমোট ২৮,২৪২ টি নতুন পাঠাগার স্থাপন, ১৫,৯২৫ টি বিদ্যমান পাঠাগারে পুস্তক পুনঃসংযোজন, ৬৪টি জেলায় একটি করে মডেল মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং ৪৭৭টি উপজেলায় ৪৭৭টি উপজেলা পাঠাগার স্থাপন করা হয়। পুস্তক সংরক্ষণের জন্য ৭,০৪৫ টি আলমারী মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে এ সকল স্থাপিত পাঠাগারে সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮,২৪২ টি (১৯৭৮ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত) পাঠাগারে প্রদত্ত পবিত্র কোরআনের তাফসীর গ্রন্থ, হাদীস গ্রন্থ, নবী রাসুলগণের জীবনী, সাহাবা আজমাইনগণের জীবনী, শিশু-কিশোরদের উপযোগী ইসলামী পুস্তক, যৌতুক বিরোধী পুস্তক, মাদক বিরোধী পুস্তকসহ বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ ও তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাচ্ছে।

৭.২. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক) প্রত্যন্ত অঞ্চলের দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের মাঝে পাঠাভ্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদে ২৫০০টি নতুন পাঠাগার স্থাপন করা হবে।

খ) ইসলামী সাহিত্য গ্রামের মানুষের কাছে সহজলভ্য করে ইসলামের আদর্শ, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির বিস্তার করা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বইয়ের সাহায্যে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ

মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্পটি প্রথমে ২বছরের জন্য (১৯৭৮-১৯৮০) গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৫১০টি নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়। ২য় পঞ্চবার্ষিক (১৯৮০-১৯৮৫ অর্থ বছর) পরিকল্পনায় ৩,২৭২টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়। ১৯৮৫-১৯৯০ অর্থবছরে "মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) " শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ৩,৪০০টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়। ১৯৯০-১৯৯৫ অর্থবছরে "মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) " শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ৪,০৬০টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়। ১৯৯৫-২০০০ অর্থবছরে "মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) " শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ৫,০০০টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়। ২০০০-২০০৫ অর্থবছরে "মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) " শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ৫,০০০টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়। ২০০৫-২০০৮ অর্থবছরে "মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প (৫ম পর্যায়) " শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ৩,০০০টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়। "মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প (৫ম পর্যায়) " শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০০৮-এ সমাপ্ত হয় এবং প্রকল্পটির মূল্যায়ন যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায় জুলাই, ২০০৮ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে নতুন ২০০০টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়। ৬ষ্ঠ পর্যায় জুন

২০১১-এ সমাপ্ত হয় এবং প্রকল্পটির যথাযথ মূল্যায়ন সমাপ্ত হয়। ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে প্রকল্পটি "মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ" নামে বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর বিগত ১১/০৬/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী) কর্তৃক "মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ-১ম সংশোধিত" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৯/১২/২০১২ তারিখে ১২৪৭.৮৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী হয় ০৩/০১/২০১৩ তারিখে।

৯.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ

নাম ও পদবি	মেয়াদকাল	
	শুরু	শেষ
মোঃ আবদুল হাই ভূঁইয়া (উপ-পরিচালক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন।	১৬/০১/২০১৩	২২/১০/২০১৩
মোস্তফা মনসুর আলম খান (উপ-পরিচালক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন।	২২/১০/২০১৩	অদ্যাবধি

১০.০ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ঃ

- ২৫০০টি নতুন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- ২৫০০টি পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে
- ২৫০০টি পাঠাগারে ২৫০০টি আলমারী প্রদান করা হয়েছে
- ১০৮২০ সেট পবিত্র বোখারী শরীফ সংযোজন করা হয়েছে

১১.০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন'১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ সালের সংশোধিত এডিপির লক্ষ্যমাত্রা		২০১৬-১৭ সালের জুন'১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক) ফিজিক্যাল									
১	পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ	১২৪৮টি	৩৭.০০	৫৯৯টি	২৩.১২	৬৪৯টি	১৩.৮৮	৬৪৯টি	১৩.৮৮
২	খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন সরবরাহ	৪৮৩৭০৭টি	৩৮.৪০	৩৮৮৩২৫টি	২২.৪৯	৯৫৩৮২টি	১৫.৯১	৯৫৩৮২টি	১৫.৯১
৩	কমিটি মিটিং	১১২টি	৯.৫০	৭৬টি	৭.২৬	৩৬টি	২.২৪	৩৬টি	২.২৪
৪	আসবাবপত্র (প্রকল্প অফিস)	৪৫টি	৪.০০	৪৫টি	৪.০০	০	০.০০	০	০.০০
৫	অফিস সরঞ্জাম	৯টি	৯.৬০	৮টি	৭.০০	১টি	৩.০০	১টি	২.৫০
৬	নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন	২৫০০টি	৩২৫.০০	২০০০টি	২৪৫.০০	৫০০টি	৮০.০০	৫০০টি	৮০.০০
৭	বুক রেজিষ্টার	১২৫০০টি	২০.০০	১০০০০টি	১৬.০০	২৫০০টি	৪.০০	২৫০০টি	৪.০০
৮	লাইব্রেরির জন্য আসবাবপত্র (আলমারী/শোকেস)	২৫৩৩টি	৩৪৭.০০	২০৩৩টি	২৬৭.০০	৫০০টি	৮০.০০	৫০০টি	৮০.০০
৯	পুস্তক সংযোজন (বোখারী শরীফ)	১০৮২০ সেট	২৫৮.১৭	৫৪০০সেট	১২৮.৮৫	৫৪২০সেট	১২৯.৩২	৫৪২০সেট	১২৯.৩২
	উপমোট ঃ	–	**১০৪৮.৬৭**	–	**৭২০.৭২**	–	**৩২৮.৩৫**	–	**৩২৭.৮৫**

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন'১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ সালের সংশোধিত এডিপির লক্ষ্যমাত্রা		২০১৬-১৭ সালের জুন'১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
খ) নন ফিজিক্যাল					–				
১০	জনবলের বেতন ও ভাতাদি	৮ জন	১৫৮.৪০	–	৯২.২৭	৮জন	৬৪.১৩	৮জন	৬২.১৩
১১	সি.এন.জি, জ্বালানী	লট	১৮.০০	–	১৩.৯০	১টি	৪.১০	১টি	৪.১০
১২	স্টেশনারী	লট	৩০.০০	–	১৯.০৯	লট	১০.৯১	লট	১০.৯১
১৩	পরিবহন ব্যয়	৬৪ জেলা	২৫.০০	–	১৬.০০	লট	৯.০০	লট	৯.০০
১৪	বিবিধ	লট	৩৫.০০	–	২৬.৭০	১টি	৮.২০	১টি	৮.২০
১৫	গোডাউন ভাড়া	--	৮.০০	–	৬.০৫	১টি	১.৯৫	১টি	১.৯৫
১৬	টেলিফোন	৩ ইউনিট	১.২৮		০.৮৮	লট	০.৪০	লট	০.৪০
১৭	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	লট	২.০০		১.০০	লট	১.০০	লট	১.০০
১৮	বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বিল	৫৪১টি মঃ পাঃ	১৪৫.৯৭		৬৬.০৫	৫৪১টি	৭৯.৯২	৫৪১টি	৭৯.৯২
১৯	মটর ভেইকেল ও বাইসাইকেল	৫৪২টি	২০.৮২		১১.৪১	৫৪২টি	৯.৪১	৫৪২টি	৯.২১
২০	সম্মানী	৫৪১জন	৩৮০.৮৬		২১৪.২৩	৫৪১জন	১৬৬.৬৩	৫৪১জন	১৬৬.৬৩
উপমোট ঃ		--	**৮২৫.৩৩**	–	**৪৬৭.৫৮**	–	**৩৫৫.৬৫**	–	**৩৫৩.৪৫**
সর্বমোট ঃ		--	১৮৭৪.০০	–	**১১৮৮.৩০**	--	**৬৮৪.০০**	--	**৬৮১.৩০**

১২.০ প্রকল্প পরির্দশন, মসজিদ পাঠাগার (গাজীপুর জেলা)ঃ

প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য আইএমইডি কর্তৃকসহকারী পরিচালক মোঃ গোলাম সরওয়ার গত ২৮/০৯/২০১৭ তারিখে গাজীপুর জেলার সদর উপজেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরির্দশনকালে জেলার উপ-পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক পরিদর্শনে সহযোগিতা করেন। প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

১২.১ বাস্তবায়ন মেয়াদে গাজীপুর জেলার মূল কার্যক্রম

গাজীপুর জেলায় মোট ৫টি উপজেলা রয়েছে। বিগত ৫ বছরে পাঠাগার স্থাপন করার তথ্য নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	পাঠাগারের সংখ্যা	আলমারীর সংখ্যা
২০১২-২০১৩	৫	৫
২০১৩-২০১৪	৫	৫
২০১৪-২০১৫	৫	৫
২০১৫-২০১৬	৫	৫
২০১৬-২০১৭	৫	৫
সর্বমোট	**২৫**	**২৫**

মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থাপিত ২৫টি পাঠাগারের প্রতিটিতে ১৩,০০০/- টাকা মূল্যের পুস্তক এবং গড়ে ১৫০০০/- টাকা মূল্যের ১টি করে আলমারী প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া গাজীপুর জেলার ১টি জেলা মডেল মসজিদ পাঠাগার এবং প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে উপজেলা মডেল মসজিদ পাঠাগার রয়েছে। উক্ত জেলা/উপজেলা মডেল মসজিদ পাঠাগার ২২০০/- টাকা সম্মানীর ভিত্তিতে ১জন কেয়ারটেকারের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি মসজিদ পাঠাগারের ১টি স্টীলের আলমারী, প্রায় ১৫০ কপি বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক বই, ৫টি

রেজিস্টার এবং জেলা ও উপজেলা মডেল মসজিদ পাঠাগারে ১টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে।

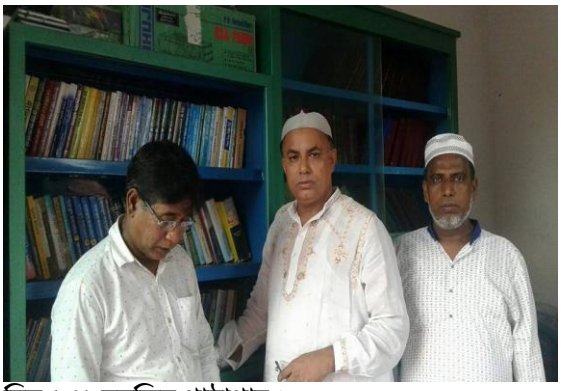
১২.২ গাজীপুর জেলার বাস্তব অগ্রগতিঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পেরগাজীপুর জেলা কার্যালয়ের আওতায় **সদ**র উপজেলার কার্যক্রম গত ২৮/০৯/২০১৭ইং তারিখ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন জেলার ন্যায় গাজীপুর জেলায় মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গত ৪(চার) অর্থবছরে ২০টি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫টি পাঠাগার স্থাপন করা হবে যার কাজ চলমান। উল্লেখ্য পাঠাগারগুলোতে ধর্মীয় পুস্তক রাখার জন্য ১টি করে মোট ২৫টি আলমারী এবং প্রতিটি মসজিদ পাঠাগারে ৫টি করে রেজিষ্টার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া জেলা ও উপজেলা মডেল মসজিদ পাঠাগারে ১টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঠাগারগুলো স্থানী কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

১২.৩ পরির্দশনকৃত মসজিদ পাঠাগার (গাজীপুর জেলা)ঃ



চিত্র (০১) চেরাগ আলী মার্কেট জামে মসজিদ।



চিত্র (০২) মসজিদ পাঠাগার।

১। গত ২৮/৯/২০১৭ইং তারিখে চেরাগআলী সদর উপজেলা মডেল মসজিদ পাঠাগার পরিদর্শন করি এবং পরিদর্শনকালে দুইটি র‍্যাক ও ইসলামী বই ও পুস্তক সমূহ সরাসরি দেখে আমার কাছে অত্যন্ত ভাল মনে হচ্ছে। এ ধরনের ইসলামী পাঠাগার ইসলামী মূল ভিত্তিকে আরও মজবুত করবেন বলে মনে হয়। তাই এ ধরনের পাঠাগার ভবিষ্যতে থাকা প্রয়োজন।



চিত্র (০৩) ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পাঠাগার।



চিত্র (০৪) ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পাঠাগার।

২। গত ২৮/৯/২০১৭ইং তারিখে গাজীপুর ধান গবেষনা **ইনস্টিটিউট**-এ স্থাপিত পাঠাগার**টির পরিবেশ সুন্দর**। উক্ত ইসলামী পাঠাগারটি মডেল হিসাবে গাজীপুর জেলা পাঠাগার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। **উল্লিখিত** পাঠাগারে আগত ৪০/৫০ জন পাঠ**ককে** বই পড়তে দেখা গেছে। সুতরাং গাজীপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত পাঠাগারটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পাঠাগার **হিসেবে** পরিচিতি লাভ করেছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের পাঠাগাটি আরও সুন্দর করা প্রয়োজন মনে হয়।

১৩.০ সমস্যা ঃ

১৩.১মসজিদ পাঠাগার খোলা রাখার সময়সীমা ঃ বর্তমানে সকল মসজিদ পাঠাগারগুলো বেলা ৪টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত পাঠকদের জন্য খোলা রাখা হয়। এই সময়টাতে অনেকেই পারিবারিক/পেশাগত কাজে ব্যাস্ত থাকে ফলে এসময়ে মসজিদ পাঠাগারে এসে পেপার বা অন্যান্য বই পুস্তক পড়া অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না;

১৩.২ সাধারণ মসজিদ পাঠাগারে কোন লাইব্রেরীয়ান না থাকা ঃ বর্তমানে "মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ"

শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাধারণ মসজিদ পাঠগারগুলোতে কোন লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ দেয়া নেই। ফলে পাঠাগার পরিচালনা করা এবং প্রকল্প থেকে দেয়া বই এবং আসবাবপত্রগুলো সংরক্ষণে সমস্যা হচ্ছে।

১৩.৩ মসজিদ পাঠাগার খোলা রাখার সময় যথেষ্ট নয় ঃ বর্তমানে মসজিদ পাঠাগারগুলো দিনে মাত্র ৪ ঘন্টা খোলা রাখা হয়। বিভিন্ন ধরণের বই এবং পত্রিকা পড়ার ক্ষেত্রে পাঠক সমাগমের জন্য যা যথেষ্ট নয়;

১৩.৪ মসজিদ পাঠাগারের অপ্রতুল **জায়গা ঃ** বর্তমানে মসজিদ পাঠাগারগুলোতে বিভিন্ন ধরণের বই এবং পত্রিকা পড়ার ক্ষেত্রে পাঠক সমাগমের জন্য জায়গা অত্যন্ত অপ্রতুল;

১৩.৫ অপর্যাপ্ত সম্মানী প্রদান ঃ প্রকল্পটির আওতায় স্থাপিত মডেল পাঠাগারগুলোতে লাইব্রেরীয়ানদের মাসিক সম্মানী ভাতা সর্বসাকুল্যে ২২০০/- টাকা। বর্তমান বাজার দরের তুলনায় এ পরিমাণ অর্থ খুবই যৎসামান্য;

১৩.৬ পুস্তক সংখ্যার অপ্রতুলতা ঃ পরিদর্শনকৃত মডেল পাঠাগারে ৫০০কপি করে বই সরবরাহ করা হয়। তন্মধ্যে ৩৯৯টি বই পড়ারযোগ্য অবস্থায় আছে। বাকী ১১১টি বই পুরাতন ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। ইতিহাস নির্ভর, ইসলাম ও বিজ্ঞান সংশিস্নষ্ট বইয়ের অপ্রতুলতা রয়েছে;

পর্যবেক্ষণ ঃ

১৩.৭ Time over run ঃ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক প্রকৃত বাস্তবায়নকালের মধ্যে (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭) সমাপ্ত হয়েছে। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়নি।

১৩.৮ Cost over run ঃ প্রকল্পটির মূল ডিপিপিতে প্রাক্কলিত অর্থে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়নি ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়েছে। প্রকল্পটির মূল বরাদ্দ ছিল ১২৪৭.৮৬ লক্ষ টাকা। ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৮৭৪.০০ লক্ষ টাকা। এ হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৬২৬.১৪ লক্ষ টাকা।

১৩.৯ **অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি ঃ** প্রকল্পটি নিয়মিত সরকারী অডিট হয়েছে। ২/১টি অডিট আপত্তি হলেও তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে।

১৪. সুপারিশ ও মতামত ঃ

১৪.১ প্রকল্পটির কর্যক্রম ইতিবাচক বিবেচনায় রেখে অনুন্নয়ন (রাজস্ব) বাজেট বাস্তবায়নের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যেতে পারে।

১৪.২ জেলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে মসজিদ পাঠাগারগুলো অধিকতর নিবিড় পরিদর্শ**নের ব্যবস্থা** করা যেতে পারে;

১৪.৩ মসজিদ পাঠাগারের পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠকাল/সময়সীমা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বিকাল ৫টা থেকে বিকাল ৭টা পর্য**ন্ত** করা যেতে পারে;

১৪.৪ সাধারণ পাঠাগারগুলো সুষ্ঠু**ভাবে**, পরিচালনা**র** জন্য প্রকল্প/মসজিদ কমিটির পড়া থেকে সম্মানীর বিনিময়ে একজন লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ অথবা সংশ্লিষ্ট মসজিদের ইমাম কে লাইব্রেরীয়ান হিসেবে দায়িত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

১৪.৫ মসজিদ পাঠাগারের পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠাগারগুলোতে বই এবং আলমারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

১৪.৬ মসজিদ পাঠাগারগুলোতে অন্তত ২/৩টি জাতীয় এবং ২/৩টি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

১৪.৭ লাইব্রেরীয়ানদের মাসিক সম্মানীভাতা বর্তমান বাজার দর বিবেচনা করে "মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিড়্গা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়)" এর অনুরূপ করা যেতে পারে;

১৪.৮ প্রকল্পের ধর্মীয়, নৈতিক **এবং বিভিন্ন** সামাজিক বিষয়ে শিড়্গার নতুন প্রজন্ম এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক শৃঙখলা এবং **সচেতনতা** বৃদ্ধি করার জন্য ইসলামের সামগ্রিক মহান দিকসমূহ অবহিত হওয়ার জন্য এ পাঠাগার সমূহ পস্নাটফরম হিসেবে কাজ করবে **ধমা**ন্ধতা ও "সন্ত্রাসবাদের (Terrorism) বিরূদ্ধে অনুঘটক (Catalist) হিসেবে কার্যকর হবে;

১৪.৯ উপর্যুক্ত সুপারিশ / মতামত অনুযায়ী গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে অবহিত করতে হবে

(সমাপ্ত : জুন ২০১৭)

১.০ প্রকল্পের নাম : মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : বাংলাদেশের সকল উপজেলা।

৫.০ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
৯৯৩১.০৬	৯৯৩১.০৬	

৫.১ মূল্ অনুমোদিত :

৬.০ বাস্তবায়নকাল

৬.১ মূল অনুমোদিত : জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭।

৭. সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৭.১ প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ লোক হিন্দু ধর্মের অনুসারী যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ। হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। এদের অনেকেই গরীব , অসহায় এবং এরা তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোয় বিষয়ে অসেচতন। এছাড়াও তাদের শিশুরা কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকে। এদের ধর্মীয় উপাসনালয় বা মন্দিরের সংখ্যা সারাদেশে প্রায় ২৪ হাজার। হিন্দু সম্প্রাদায়ের জনগণ নিজ ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাস নিয়ে এসব মন্দিরে পূজা, প্রার্থনা ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। প্রাক-প্রাথমিক এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে এসব মন্দিরগুলো ব্যবহার হতে পারে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি ও স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে এ সমস্ত মন্দিরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালে জুলাই,২০০২ হতে জুন, ২০০৭ মেয়াদে ২১টি জেলায় ''মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন এবং শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (১ম পর্যায়) '' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। ১ম পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রকল্প এলাকা বৃদ্ধি করে ৩২ জেলায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২৪৭৯.০০ লক্ষ টাকায় জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে প্রকল্পের ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭১২৫.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১০ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৩য় পার্যায়ের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ১(এক) বছর বৃদ্ধি করে (জুন, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত) ৭৭৬৯.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)'' বাস্তবায়িত হয়। ৩য় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে বর্তমানে প্রকল্প এলাকা বৃদ্ধি করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৯৯৩১.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে ৬৪টি জেলায় সকল উপজেলায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায় গ্রহণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক) সমগ্র বাংলাদেশের মন্দির প্রাঙ্গণকে ব্যবহার করে মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা;

খ) এ প্রকল্পের ৫৫০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক-শৈশব এবং প্রাক-স্কুল শিক্ষা কর্মসূচি (Early Childhood and Pre-School Education (ECDP) Program) গরীব পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া;

গ) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করে শিক্ষার্থীদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা;

ঘ) এ প্রকল্পের মাধ্যমে মন্দির অঙ্গনকে ব্যাবহার করে ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮,৭৫০ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান;

ঙ) প্রকল্পের ধর্মীয়, নৈতিক এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক শৃঙ্খলা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে যা "সন্ত্রাসবাদের"***(Terrorism)*** বিরুদ্ধে অনুঘটক***(Catalist)*** হিসেবে কাজ করবে;

চ) প্রকল্পের মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলির শতকরা ৮০ ভাগের অধিক পরিচালিত হবে মহিলা শিক্ষকদের দ্বারা, যা মহিলাদের আয় বৃদ্ধি এবং পরিবার-সমাজে তাদের অবস্থান শক্তিশালীকরণ এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে "নারীর ক্ষমতায়ণ"***(Women empowerment)*** এর নিশ্চিতকরণ;

ছ) প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৫৭টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে ২৭৩ জন বেকার যুবক-যুবতীকে পূর্ণ এবং ৫৮৫৬ জনকে খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যবস্থাকরণ, যা সরকারের "৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা" এবং ভিশন-২০২১ এর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদন : প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর গত ০৮/০৯/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুন:গঠিত ডিপিপি গত ২৩/১২/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং ০৩/০২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। মূল প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৯৩১.০৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসি আর) এর ভিত্তিতে):

ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুনপর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২০১৭ ,	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
২		৩	৪	৫	৬
যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	৪০.৮৪	২৫৪ টি	৩৯.০০	২৫৪ টি
আসবাবপত্র	সংখ্যা	৭২.২৭	৫৯১৩ টি	৭১.২০	৫৯১৩ টি
যানবাহন ক্রয়	সংখ্যা	৪৭.৩০	৩১ টি	৪৬.৯৮	৩১ টি
শিক্ষা কার্যক্রম	জন	৬৭১৭.৫৬	৫১৩৭৫০ জন	৬২৯৬.২৯	৫১৩৭৫০ জন
প্রশিক্ষন ব্যয়	জন	১০৩.২০	৬৩৪৭ টি	৯৯.৯১	৬২৯১ জন
কমিটি সভা	সংখ্যা	১৫৩.২৪	২৩৫৫ টি	১১৬.৩৫	২৩৩২ টি
ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৩০.০০	৪ টি	২৪.৮১	০৩ টি
বেতন ভাতা	জন	১৬১৪.৩৪	২৭৩ জন	১৮১৯.৭২	২৭৩ জন
অফিস ভাড়া	সংখ্যা	২৭৮.৬৪	৫৪ টি	২৪২.৮৭	৫৪ টি
গ্যাস ও জ্বালানী	সংখ্যা	১২৯.১২	৮৬ টি	১২০.৩৩	৮৬ টি
টেলিফোন বিল	সংখ্যা	২৩.৮০	৬১ টি	২০.০৫	৬১ টি
অফিস স্টেশনারী	থোক	৪২.৬৬	থোক	৪০.৭৬	থোক
বিজ্ঞাপন	থোক	৫.৩২	থোক	৫.৩২	থোক
পাবলিকেশন্স	থোক	৮.৬৮	থোক	১.০৫	থোক
রিফ্রেশমেন্টআপ্যায়ন/	থোক	৯.৪৫	থোক	৯.১৩	থোক
পরিবহন ব্যয়	থোক	১২৩.৫০	থোক	১২৩.৫০	থোক
সুপারভিশন ও মনিটরিং	--	১৪৩.২৫	--	১৩০.০০	--
ডাক	থোক	৭.১৭	থোক	৫.৬৪	থোক
পানির বিল	সংখ্যা	৭.২৬	৫৪ টি	৫.৪৯	৫৪ টি
বিদ্যুৎ বিল	সংখ্যা	৩১.০২	৫৪ টি	২৭.৯৯	৫৪ টি
ব্যাংক চার্জ	থোক	১৬.৯৫	থোক	১০.৭৫	থোক
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	সংখ্যা	৪৪.৫২	৫৩ টি	৩৯.৭০	৫৩ টি
নিরাপত্তা	সংখ্যা	৭৭.৯১	৫৩ টি	৭০.৮৮	৫৩ টি
মূল্যায়ন	সংখ্যা	৪.১০	১ টি	৪.০৫	০১ টি
রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা ও থোক	৫৬.৯৪	৮৬ টিওথোক	৪৬.৪৩	৮৬ টি ওথোক
জনবল নিয়োগ	লট	১০.৮৩	থোক	৭.০৪	থোক
বিবিধ	লট	১৩১.১৯	থোক	৩১.৭৬	থোক
মোট		**৯৯৩১০৬.**	**১০০%**	**৯৪৫৭০০.**	**৯৯.৮৭%**

৯.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

ক্রমিক	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বের ধরণ	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
১।	স্বপন কুমার বড়াল, যুগ্ম-সচিব	পূর্নকালীন	০৫/০৩/২০১৫	২৭/১১/২০১৬
২।	স্বপন কুমার বড়াল, অতিরিক্ত সচিব	পূর্নকালীন	২৮/১১/২০১৬	৩০/০৬/২০১৭

১০.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যকম (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি (পিসিআর) অগ্রগতি প্রতিবেদন মোতাবেক :-

প্রকল্পের শুরু থেকে এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৯৩১.০৬ লক্ষ টাকা
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৪৫৭.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.২২%
প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৮৭%

প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রদানের অগ্রগতি তথ্য নিম্নরুপ :

- প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প মেয়াদে ৪,৯৫,০০০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হয়েছে;
- ১৮৭৫০ জন বয়স্ককে নিরক্ষরমুক্ত করা,
- ২০১৫ ও ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ৩,৩০,০০০ শিশু ও ১২,৫০০জন বয়স্ককে শিক্ষা প্রদানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ১,৬৫,০০০ শিশুকে ও ৬,২৫০ জন বয়স্ককে শিক্ষা প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে যা ডিসেম্বর ২০১৭ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শন :

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য আইএমইডি কর্তৃক সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার গত ২১/০৯/২০১৭ ইং তারিখে ঢাকা জেলার বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক , মন্দির কমিটির সভাপতি , ফিল্ড সুপারভাইজার এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১১.১ পরিদর্শনকৃত কেন্দ্র :

ঢাকা জেলার এবং পরিদর্শনকৃত সদর, সাভার ও ধামরাই উপজেলার কেন্দ্রের তথ্য :

শিক্ষাকেন্দ্র	ঢাকার জেলার কেন্দ্র সংখ্যা	কেরানীগঞ্জ উপজেলার কেন্দ্র সংখ্যা	সাভার উপজেলার কেন্দ্র সংখ্যা	ধামরাই উপজেলার কেন্দ্র সংখ্যা
প্রাক-প্রাথমিক	২০৩ টি	৩৭টি	২১টি	৩৭
বয়স্ক	১০টি	৩টি	০১টি	--
মোট	২১৩টি	৪০টি	২২টি	৩৭টি

১১.২ আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন:

ঢাকা জেলার আওতায় বাস্তবায়নাধীন যেসকল কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে নিম্নে তার তালিকা দেয়া হলো:-

ক্রমিক	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম	কেন্দ্র কোড	কেন্দ্রের ধরন	শিক্ষার্থী উপস্থিতি
০১	শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জউ মন্দির, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৫১৭৭	প্রাক-প্রাথমিক	২৮ জন
০২	শ্রী শ্রী গ্রাম পঞ্চায়েত দুর্গা মন্দির, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৫১৭৬	প্রাক-প্রাথমিক	২৫ জন
০৩	শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৫২০৫	প্রাক-প্রাথমিক	২৮ জন
০৪	শ্রী শ্রী প্রভু জগৎবন্ধু মন্দির, সাভার, ঢাকা	৫২৯২	প্রাক-প্রাথমিক	৩০ জন
০৫	শ্রী শ্রী যশোমাধব মন্দির, ধামরাই, ঢাকা	৫৩৩২	প্রাক-প্রাথমিক	২৮ জন
০৬	শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গা মন্দির, ধামরাই, ঢাকা	৫৩২৬	প্রাক-প্রাথমিক	২৯ জন
০৭	শ্রী শ্রী কালী মন্দির, ধামরাই, ঢাকা	৫৩৪১	প্রাক-প্রাথমিক	২৫ জন

১১.৩ প্রকল্পের মূল কার্য়ক্রম

- প্রাক-শৈশব ও প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষাকে (ইসিডিপি) শক্তিশালী করা এবং শিক্ষার আলো গরীব পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম।
- প্রকল্পের ৮০ % শিক্ষাকেন্দ্র মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালনার মাধ্যমে "নারীর ক্ষমতায়ন " ও "জেন্ডার বৈষম্য দুরীকরণে" গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।
- প্রকল্পে বেকার যুবক যুবতীদের ২৭৩জন কে সার্বক্ষনিক চাকুরী এবং ৫৮৫৬জনকে খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যবস্থা করণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারের "দারিদ্র বিমোচন কৌশল" এবং "ভিশন-২০২১" অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করা।

পরিদর্শনকৃত কেন্দ্রভিত্তিক উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

১১.৪ আইএমইডি কর্তৃক ২১ /০৯/২০১৭ ইং তারিখে শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির , কেরানীগঞ্জ, ঢাকা কেন্দ্রের কোড নং ৫১৭৭ পরিদর্শন করি এবং পরিদর্শন কালে চলতি শিক্ষা বর্ষের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৩০ জন সকলের জন্ম সনদ সংরক্ষিত ছিল। পরিদর্শন কালে শিক্ষার্থীদের সকলকে একই রকমের ড্রেস পরিহিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ড্রেস পরিহিত অবস্থায় সকলকে অত্যন্ত সুন্দর ও প্রানবন্ত দেখা যায়। :



শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির,কেরানীগঞ্জ পরিদর্শনের ছবি।



পরিদর্শিতশ্রী শ্রী গ্রাম পঞ্চায়েত দুর্গা মন্দিরের কেরানীগঞ্জ, ঢাকা কেন্দ্রের ছবি।

১১.৫ ২১/০৯/২০১৭ ইং তারিখ সকাল ১১.০০ টায় (২) শ্রী শ্রী গ্রাম পঞ্চায়েত দুর্গা মন্দির, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা কেন্দ্রের কোড নং ৫১৭৬।

- মন্দিরটি পরিদর্শনকালে শিক্ষা কার্যক্রম বেশ মনোমুগ্ধকর প্রতীয়মান হয়েছে। পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির সংখ্যা ২৫ জন।
- প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত শিক্ষা উপকরণসমূহ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন্দ্রে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া ও শরীর চর্চার বিষয়টি সন্তোষজনক।
- কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মান বেশ ইতিবাচক।

১১.৬ ২১/০৯/২০১৭ ইং তারিখ দুপুর ১২.০০ টায় (৩) শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা কেন্দ্রের কোড নং ৫১৭৬ :

- শিক্ষক বেশ আন্তরিক। বেশ আন্তরিকতার সাথে শিক্ষার্থীদের পাঠ প্রদান করা হচ্ছে।
- মন্দির কমিটির সমস্যাদেয় প্রকল্পের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ প্রতীয়মান হয়েছে।
- প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত উপকরণসমূহ কেন্দ্রে যথা সময়ে বিতরণ করা হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের সকলকে একই রকমের ড্রেস পরিহিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এবং ড্রেস পরিহিত অবস্থায় সকলকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত দেখা যায়।



পরিদর্শিতশ্রী শ্রী প্রভু জগৎবন্ধু মন্দির, সাভার এর ছবি।

১১.৭ ২১/০৯/২০১৭ ইং তারিখে দুপুর ১.০০ টায় (৪) শ্রী শ্রী প্রভু জগৎবন্ধু মন্দির, সাভার, ঢাকা কেন্দ্রের কোড নং ৫২৯২ শিক্ষিকার নাম সন্ধা রানী পাল:

- পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সন্তোষজনক।
- কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মান বেশ ইতিবাচক।
- সনাতন ধর্ম শিক্ষা, আমার প্রথম পড়া, আমরা শিখি গণিত বইগুলো পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। অনুশীলন খাতা-বাংলা, অনুশীলন খাতা গণিত এদুটি খাতায় শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করানো হয়।
- প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত উপকরণসমূহ কেন্দ্রে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন্দ্রে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া ও শরীর চর্চা , ছড়া, গল্প, গান, চারু ও কারু কাজ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদেরকে খুব আন্তরিকতার সাথে শেখানো হচ্ছে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা পবিত্র গীতা পাঠ করেছে , জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছে এবং শপথ পাঠ করেছে।প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত উপকরণসমূহ কেন্দ্রে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন্দ্রে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া ও শরীর চর্চা , ছড়া, গল্প, গান, চারু ও কারু কাজ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদেরকে খুব আন্তরিকতার সাথে শেখানো হচ্ছে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা পবিত্র গীতা পাঠ করেছে, জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছে এবং শপথ পাঠ করেছে।



প্ররিদর্শিত শ্রী শ্রী যশোমাধব মন্দির, ধামরাই, ঢাকা কেন্দ্রের ছবি।

১১.৮ ২১/০৯/২০১৭ ইং তারিখে দুপুর ২.০০ টায় (৫) শ্রী শ্রী যশোমাধব মন্দির, ধামরাই, ঢাকা কেন্দ্রের কোড নং ৫৩৩২:

- শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সন্তোষজনক। শিক্ষার পরিবেশ সুন্দর এবং মান উন্নত। এ ধরণের শিক্ষা দেশের উন্নতি করতে পারে।
- প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত উপকরণসমূহ কেন্দ্রে যথা সময়ে বিতরণ করা হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- কেন্দ্রে চলতি ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। সকলের জন্ম সনদ সংরক্ষিত আছে।
- প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত শিক্ষা উপকরণসমূহ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন্দ্রে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া ও শরীর চর্চার বিষয়টি সন্তোষজনক।



পরিদর্শিত শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গা মন্দির, ধামরাই কেন্দ্রের ছবি।

১১.৯ ২১/০৯/২০১৭ ইং তারিখে বিকাল ৩.০০ টায় (৬) শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গা মন্দির, ধামরাই, ঢাকা কেন্দ্রের কোড নং ৫৩২৬:

- কেন্দ্রে চলতি ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। সকলের জন্ম সনদ সংরক্ষিত আছে।
- পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের সকলকে একই রকমের ড্রেস পরিহিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এবং ড্রেস পরিহিত অবস্থায় সকলকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত দেখা যায়।
- এলাকায় মন্দির ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের আরো শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের দাবী জানান অভিভাবকরা।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণে খুবই আন্তরিক। পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থী উপস্থিতির সংখ্যা ২৯জন।



পরিদর্শিত শ্রী শ্রী কালী মন্দির, ধামরাই এর ছবি।

১১.১০ ২১ /০৯/২০১৭ ইং তারিখ বিকাল ৪ .০০ টায় (৭) শ্রী শ্রী কালী মন্দির, ধামরাই, ঢাকা কেন্দ্রের কোড নং ৫৩৪১:

- কেন্দ্রে চলতি ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। সকলের জন্ম সনদ সংরক্ষিত আছে।
- মন্দিরটি পরিদর্শনকালে শিক্ষা কার্যক্রম বেশ মনোমুগ্ধকর প্রতীয়মান হয়েছে।
- প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত উপকরণসমূহ কেন্দ্রে যথা সময়ে বিতরণ করা হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- মন্দিরটিতে মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- কেন্দ্রের অবকাঠামো ও শিক্ষা পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর। পরিদর্শনকালে ২৫ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল।
- কেন্দ্রে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া ও শরীর চর্চা , ছড়া, গল্প, গান, চারু ও কারু কাজ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদেরকে খুব আন্তরিকতার সাথে শেখানো হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা সেগুলো বানিয়ে কেন্দ্রে নিয়ে আসছে।



শ্রী শ্রী কালী মন্দির, ধামরাই এর পরিদর্শনের ছবি।

১২।বাস্তবায়ন:

১২.১ <u>প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার অভাব :</u> সর্বশেষ শিক্ষা নীতির আওতায় সরকার কর্তৃক গৃহিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত মন্দির ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অতীব গুরুত্বপূর্ণ।১ম পর্যায় ২০০২-২০০৩ সাল হতে চালু হয়ে সর্বশেষ ৪র্থ পর্যায় (জুন ২০১৭) পর্যন্ত প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিশু ও বয়স্কদের অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্ম চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত কাজের ইতিবাচক দিক অনস্বীকার্য। প্রকল্পটির কার্যক্রম অনুন্নয়ন (রাজস্ব) প্রকৃতির। প্রকল্পটি উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত হবে কি-না কিংবা অনুন্নয়ন (রাজস্ব) বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত হবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ পরিকল্পনা কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগ (একনেক) এর কোন সুনির্দিষ্ট

দিক নির্দেশনা নেই।

১২.২ একই প্রকল্পের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে জনবলের ধারাবাহিকতা রক্ষায় জটিলতা : সরকারের সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল পরবর্তী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকে না। এসত্ত্বেও দেখা যায় যে , অধিকাংশ পর্যায়ক্রমিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে নিয়োজিত জনবল পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্পে ধারাবাহিক অন্তর্ভুক্তি ঘটে থাকে।আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ১ম পর্যায় হতে অধিকাংশসহকারীপরিচালক , কম্পিউটার অপারেটর, মাস্টার ট্রেইনার, ফিল্ড সুপারভাইজার এবং অন্যান্য জনবল প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ কাজ করছেন। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে উক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণে জনবলের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

১২.৩ প্রকল্পের শুরুতে বিলম্ব : প্রকল্পে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে শুরু করে নিয়োগদান পর্যন্ত দীর্ঘ সময় লাগার কারণে বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে। এর ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন /সম্পন্ন হয় না এবং বিভিন্ন সময় মেয়াদ বৃদ্ধি করারও প্রয়োজন হয়।

১২.৪ পরিবীক্ষণ ও তদারকির অভাব : প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ১ জন মাঠ সুপারভাইজারকে প্রতি কর্মদিবসে গড়ে ৭ -৮টি কেন্দ্র পরিদর্শন করতে হয়। ভৌগলিক অবস্থানভেদে ১ জন মাঠ সুপারভাইজারের পক্ষে এতগুলো কেন্দ্র ১ দিনে পরিদর্শন করা কষ্টসাধ্য। এতে কেন্দ্রে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান হচ্ছে কিনা , ছাত্র-ছাত্রী সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করছে কিনা , পাঠ্যক্রম যথাযথ অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা এবং শিক্ষার্থীদের থেকে ফিডব্যাক নেয়া ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না।

১২.৫ মন্দিরে অবকাঠামোগত সুযোগ -সুবিধার অভাব : পরিদর্শনকালে দেখা যায় , কতিপয় মন্দির এলাকায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর আর্থিক অসংগতির কারণে মন্দিরে অবকাঠামোগত সুযোগ -সুবিধার অভাব রয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু মন্দিরে কোন বৈদ্যুতিক পাখা নেই। ফলে গরমকালে পাঠদান ও শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই কষ্ট পেতে হয়।

১২.৬ শিক্ষকগণের অপর্যাপ্ত সম্মানী প্রদান : প্রকল্পটির আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রসমূহে কর্মরত শিক্ষক /শিক্ষীকাগণের মাসিক সম্মানীভাতা সর্বসাকুল্যে ২৩০০/- টাকা। তারা কেন্দ্রে প্রতিদিন ন্যূনতম আড়াই ঘন্টা সময় শিক্ষাদানের জন্য ব্যয় করেন। বর্তমান বাজার দরের তুলনায় এ পরিমাণ অর্থ খুবই সামান্য।

১২.৭ জেলা কার্যালয়ের কাঠের আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া : বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ের জন্য ২০০৩ সালে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই ঘুনে ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

১৩। সুপারিশ/দিক : নির্দেশনা-

১৩.১ প্রকল্পটির কার্যক্রমের ইতিবাচক দিকটি বিবেচনায় রেখে অনুন্নয়ন (রাজস্ব) বাজেটে বাস্তবায়নের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত প্রকল্পটির ধারাবাহিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

১৩.২ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান , শিক্ষাকেন্দ্র থেকে ছাত্র -ছাত্রীর সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন , পাঠ্যক্রম যথাযথ অনুসরণ করা এবং শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ফিডব্যাক নেয়া ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকির নির্মিত্তে ফিল্ড সুপারভাইজার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১৩.৩ নতুন শিক্ষা কেন্দ্রগুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে এবং শিশুদের পড়াশোনায় সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরীর জন্য শ্রেনীকক্ষে প্রয়োজনীয় ফ্যান, লাইট, ঘন্টা, দেয়ালঘড়ি, সুপেয় পানিও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩.৪ বর্তমান বাজারদর , শিক্ষকদের কর্মঘন্টা , ন্যূনতম মজুরী বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষকদের বর্তমান সম্মানী মাসিক ২৩০০/- টাকা পরবর্তী পর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে বৃদ্ধি করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

১৩.৫ দেশব্যাপী প্রকল্পের কার্যক্রমের চাহিদা উত্তরোত্তর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দু ঘনবসতি এলাকা , যেখানে কেন্দ্রের চাহিদা রয়েছে এবং কেন্দ্র স্থাপিত হলে চলমান থাকবে , ভবিষ্যতে সে সকল স্থান চিহ্নিত করে কেন্দ্র

সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা যেতে পারে। অন্যদিকে ইতোপূর্বে যেসকল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে অথচ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না সে সকল কেন্দ্র তালিকা থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়কেন্দ্রের সংখ্যা মাঠ পর্যায়ে জরীপ পূর্বক যুক্তিযুক্তভাবে নির্ধারন করতে পারে।

১৩.৬ প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সুপারভিশনের স্বার্থে ১ম পর্যায়ে সংগৃহীত মোটর সাইকেলসমূহের উপযোগিতা এবং নিয়োজিত সুপারভাইজারদের সংখ্যার ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে মোটর সাইকেল ক্রয়ের প্রস্তাব করা যেতে পারে। মোটর সাইকেল ব্যবহারের ১টা নীতিমালাও করতে হবে।

১৩.৭ প্রকল্পটির ১ম পর্যায়ে (২০০৩) জেলা অফিসের জন্য সরবরাহকৃত আসবাবপত্রের সর্বশেষ অবস্থা যাচাইপূর্বক পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নতুন আসবাবপত্র সংগ্রহ /সরবরাহ করা যেতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী আসবাবপত্র মেরামত, যাতে অর্থের সংরক্ষণ রাখা যেতে পারে।

১৩.৮ শিক্ষাবর্ষ শেষে প্রাক -প্রাথমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নিবিড় পরিবীক্ষণ করবে।

১৩.৯ যে সকল মন্দিরের অবকাঠামো শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে উপযোগী নয় তা চিহ্নিত করে নির্মাণ /রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৩.১০ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।